তারিখ ... 21 JUL 2008
পৃষ্ঠা ... ১২ ... কলাম ... ৩

ইনকিলাব

একে স্কুল এন্ড কলেজ

অভিযুক্ত প্রিন্সিপাল সেলিম ভূঁইয়ার গোপন বৈঠক অব্যাহত

স্টাফ রিপোর্টার : অভিযুক্ত দুর্নীতিবাজ প্রিন্সিপাল সেলিম ভূঁইয়া একে স্কুল এন্ড কলেজে তার অবস্থান দৃঢ় করতে রাজধানীর কয়েকটি স্থানে গোপন বৈঠক অব্যাহত রেখেছেন। আজ সোমবারও তিনি দনিয়া এলাকার প্রভাবশালী কয়েকজন এবং একে স্কুল এন্ড কলেজের নবনির্বাচিত গভর্নিংবডির সদস্যদের নিয়ে বৈঠক করবেন বলে জানা গেছে। সূত্র জানায়, সম্প্রতি একজন অভিভাবককে লাঞ্ছিত করার ঘটনার পর সেলিম ভূঁইয়া জনরোষের কবলে পড়েন এবং চার ঘণ্টা

পৃঃ ১১ কঃ ৪

অভিযুক্ত প্রিন্সিপাল সেলিম

১২-এর পৃষ্ঠার পর

তাকে বাথরুমে আটকে রাখা হয়। ঘটনার দিন থেকে তিনি অনুধাবন করতে শুরু করেন প্রতিষ্ঠানে তার অবস্থানের ভীত নড়ে উঠেছে। তাই তিনি প্রতিষ্ঠানে না এসে নবনির্বাচিত গভর্নিংবডির সদস্য, ২ জন শিক্ষক, ডোনার মেম্বার, প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের নিজের আয়ত্তে আনার চেষ্টায় একের পর এক গোপন বৈঠক করছেন। এদের সকলকে ইতোমধ্যে সেলিম ভূঁইয়া পক্ষেটবন্দী করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। সূত্র জানায়, প্রতিষ্ঠানে এখন বাকী রয়েছে একজন বিদ্যোৎসাহী সদস্য। সেলিম ভূঁইয়া তার পক্ষের একজন বিদ্যোৎসাহী সদস্য নেয়ার চেষ্টায় শিক্ষা অধিদফতরে জোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এ নিয়ে শিক্ষা অধিদফতরের ডিজির সঙ্গে সেলিম ভূঁইয়ার দূরত্ব বেড়েছে। কারণ ডিজি তার পছন্দের একজন বিদ্যোৎসাহী সদস্য সিলেক্ট করে চিঠি ইস্যু করেছিলেন। কিন্তু সেলিম ভূঁইয়া ওই সদস্যের নাম বাদ দেয়ার জন্য ওপর মহল থেকে শিক্ষা অধিদফতরের ডিজিকে চাপ দিয়ে যাচ্ছেন। ফলে ডিজি সেলিম ভূঁইয়ার ওপর চটেছেন বলে সূত্র জানায়। সূত্র মতে, সেলিম ভূঁইয়া যাকে বিদ্যোৎসাহী সদস্য হিসেবে নিতে চাচ্ছেন, তিনি দনিয়া কলেজের প্রাক্তন হিসাবরক্ষক। যিনি আর্থিক অনিয়মের দায়ে ১৯৯৫ সালে চাকরিচ্যুত হন। সেলিম ভূঁইয়া মনে করছেন এ বিদ্যোৎসাহী সদস্যকে প্রতিষ্ঠানে নিতে পারলে একে স্কুল এন্ড কলেজের প্রিন্সিপাল হিসেবে তার অবস্থান আরো দৃঢ় হবে সূত্র জানায়। এদিকে সেলিম ভূঁইয়ার অপসারণের দাবীতে একে স্কুল এন্ড কলেজ অভিভাবক ফোরামের গণস্বাক্ষর অভিযান অব্যাহত রয়েছে। ফোরামের পক্ষ থেকে প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের বাসাবাড়ীতে গিয়ে অভিভাবকদের দস্তখত নেয়া হচ্ছে। ফোরামের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামীকাল (মঙ্গলবার) সেলিম ভূঁইয়ার অপসারণের দাবীতে এবং একে স্কুল এন্ড কলেজকে রক্ষার স্বার্থে জরুরী সভা আহ্বান করা হয়েছে। সভা থেকে বিভিন্ন কর্মসূচী ঘোষণা করা হবে।

লাখ লাখ টাকার বিজ্ঞাপন প্রচার

যাত্রাবাড়ি স্টাফ রিপোর্টার জানান, রাজধানী ঢাকার দনিয়া কলেজ এন্ড স্কুলের বিতর্কিত অধ্যক্ষ সেলিম ভূঁইয়া এবার জাতীয় দৈনিকের সাংবাদিকদের বাধ্য বা বশীভূত করার চেষ্টায় লিপ্ত রয়েছেন। আর এ লক্ষ্যে লাখ লাখ টাকা ব্যয় করেছেন। দনিয়া স্কুল এন্ড কলেজের কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের বিজ্ঞাপন ঢাকার শীর্ষ স্থানীয় বেশ কটি জাতীয় দৈনিকে গতকাল ৪ কলাম জুড়ে প্রকাশিত হয়েছে। এ বিজ্ঞাপন দেয়া বাবদ সেলিম ভূঁইয়া ৪ লাখ টাকা ব্যয় করেছেন। গতকাল দৈনিক যুগান্তর পত্রিকার ১৫ পাতায় ৪ কলাম জুড়ে অর্ধশতাধিকের উপর কৃতী ছাত্র-ছাত্রীর ছবি বিজ্ঞাপনের উপরে দনিয়া স্কুল এন্ড কলেজের প্রতিষ্ঠাতার ছবি এবং অধ্যক্ষ সেলিম ভূঁইয়ার ছবি প্রকাশিত হয়। ঠিক অনুরূপভাবে ঢাকার শীর্ষস্থানীয় অন্যান্য দৈনিকেও এ বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়।

বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, অধ্যক্ষ সেলিম ভূঁইয়ার দুর্নীতি ও বিভিন্ন অপকর্মের সংবাদ যাতে প্রকাশ না করে। কুমিল্লার স্থানীয় একটি দৈনিক, ৬টি সাপ্তাহিক পত্রিকায় ২ লাখ টাকা দিয়ে পৃথক পৃথকভাবে বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছে। তবে শর্ত দেয়া হচ্ছে, অধ্যক্ষ সেলিম ভূঁইয়ার বিরুদ্ধে কোন সংবাদ প্রকাশ করা যাবে না, তার পক্ষে সংবাদ প্রকাশ করতে হবে। অন্যদিকে অধ্যক্ষ সেলিম ভূঁইয়া দনিয়া স্কুল এন্ড কলেজে না গিয়ে রাজধানী ঢাকার জাউট ভবনে বসে কুমিল্লা জেলার সবক'টি উপজেলায় ফ্যাক্স করে তার বিরুদ্ধে দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত সংবাদ মিথ্যা ও ষড়যন্ত্রমূলক আখ্যা দিয়ে নিজেকে সূফী সাধক বানানোর চেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। অধ্যক্ষ সেলিম ভূঁইয়ার সম্পাদনায় দেশের বিভিন্ন স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষক অধ্যক্ষের চাঁদা দিয়ে প্রকাশিত সাপ্তাহিক প্রত্যয়ের অফিস থেকে ফ্যাক্স করা হচ্ছে। (ফ্যাক্স ও টেলিফোন নং- ৯৩৫৩৯৯৪) এ অফিসটি রাজধানী ঢাকার জাউট ভবন ও মার্কেটে অবস্থিত (বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের পার্শ্বে) ফ্যাক্সে পাঠানো বিভিন্ন প্রেস বিজ্ঞপ্তির নীচে অধ্যক্ষ সেলিম ভূঁইয়া একেক রকম দস্তখত দিচ্ছেন। কুমিল্লা জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে ফ্যাক্সযোগে পাঠানো বিজ্ঞপ্তি দিয়ে তার পক্ষে দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত সংবাদের নিন্দা জানানোর

অনুরোধ জানানো হয়েছে কিন্তু তার এই অনুরোধ কুমিল্লা জেলার কোন শিক্ষক বা অধ্যাপক তো রক্ষা করেনি বরঞ্চ এলাকায় জনগণ তাকে পেলে গণধোলাই দিবেন। এটা প্রায় নিশ্চিত, যা এলাকায় গেলে জানা যাবে।